আজকের কাগজ

তারিখ 25 JUN 1995
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৩

153

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া আপগ্রেডিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষকের পদোন্নতির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্রটি জানায়, গত ১৪ জুন সিলেকশন বোর্ডে এ অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়। এ নিয়ে গত ১৯ জুন সিন্ডিকেট সভায় প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডাও হয়েছে। এ ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজান বিভাগে। অন্য এক সূত্র জানিয়েছে, মনোবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষিকা খুব শিগগিরই নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন যার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই।

জানা গেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপকের ১টি পদের জন্যে ৯ জন প্রার্থী আবেদন করেন। এদের মধ্যে ৭ জন বিভাগীয় এবং ২ জন বাইরের। সূত্রটি জানায়, এ পদে বিভাগীয় যোগ্য প্রার্থীদের পদ দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আকতার উদ্দিন আহমদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। যার একটিও গবেষণা গ্রন্থ নেই এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যাও নগণ্য। একটি সূত্র জানায়, দেশের বাইরের ২ জন বিশেষজ্ঞের সুপারিশ ও বিভাগীয় শিক্ষকদের পক্ষে ছিলো। অনেকে মনে করছেন, বাইরের এ শিক্ষকের সিলেকশনটি হয়েছে 'রাজনৈতিক' প্রভাবে। যিনি এক সময় বাম রাজনীতি করলেও বর্তমান একটি বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠনের সহযোগী।

সিলেকশন বোর্ডের ৫ জন দেশীয় সদস্যের মধ্যে ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। এরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (সভাপতি হিসেবে), সামাজিক অনুষদের ডীন, সিন্ডিকেটের একজন নমিনী একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ।

সূত্রটি জানিয়েছে, ৬ জন শিক্ষককে এ বিভাগে পদবিন্যাসের মাধ্যমে অধ্যাপক করা হয়েছে। এদের সবাই এ পদবিন্যাসের শর্ত পূরণ করেন না। অথচ কিছুদিন আগে অর্থনীতি বিভাগের পদবিন্যাসের শর্ত পূরণ করেন না বলে তার পদোন্নতি হয়নি। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগেও এসব উদাহরণ রয়েছে। অথচ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ঘটছে বিপরীত ঘটনা।

জানা গেছে, ডঃ আলতাফ দরখাস্ত করার সময় প্রকাশিত একটি বই ও ১৯টি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তার মাত্র ৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়। এমনকি অনেকেই তার প্রকাশিত গ্রন্থের ব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করছে।